ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৯ সালের ৭ম বোর্ডসভার কার্যবিবরণী

তারিখ	:	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯
সময়	:	সকাল ১০-৩০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি	:	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক, এসজিপি, বিজিবিএম, পিএসসি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।
উপস্থিতি	:	সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচ্যসূচীর উপর নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ-

আলোচ্যবিষয়-১: ৩১ জুলাই, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়ীকরণ।

আলোচনা: গত ৩১ জুলাই, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৯ সালের ৬ষ্ঠ বোর্ডসভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। সিদ্ধান্তসমূহের উপর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মানিত সদস্য গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ আসাদুল করিম, এএফডব্লিউসি, এসিএসসি, পিএসসি, অধিনায়ক, বিএনএস হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সম্মানিত সদস্য জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ ২০১৯ সালের ৬ষ্ঠ বোর্ডসভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার জন্য সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৯ সালের ৬ষ্ঠ বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২: জুলাই ও আগস্ট, ২০১৯ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার বিবরণী।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জুলাই, ২০১৯ মাসে বিভিন্ন খাতে ২,৬৬,৭৪,৪৩৫/- (দুই কোটি ছেষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ) টাকা এবং আগস্ট, ২০১৯ মাসে ২,১২,১৫,৬৩১/- (দুই কোটি বার লক্ষ পঁনের হাজার ছয়শত একত্রিশ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত আয় ১৮,২৬,৭৩,০০০/- (আঠার কোটি ছাব্বিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকার বিপরীতে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত রিবেটসহ আদায় হয়েছে ৪,৮১,৫৯,৫২৬/- (চার কোটি একাশি লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ) টাকা, যা মোট দাবীর ২৬.৩৬%।

সিদ্ধান্ত: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের দ্বিতীয় মাস পর্যন্ত আদায়ের হার সন্তোষজনক। তবে গত অর্থ বছরসহ পূর্বের বকেয়া আদায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩: জুলাই ও আগস্ট, ২০১৯ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী।

আলোচনা: স্থানীয় আয়ের উৎস হতে জুলাই ২০১৯ মাসে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ৪,২৬,০৩,৬৩০/- (চার কোটি ছাব্বিশ লক্ষ তিন হাজার ছয়শত ত্রিশ) টাকা এবং আগস্ট, ২০১৯ মাসে ৩,১৯,১৪,৯৯২/- (তিন কোটি উনিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত বিরানব্বই) টাকা আয় হয়েছে। মঞ্জুরীকৃত চাঁদা ও দানসমূহ (সাধারণ অনুদান), অনৈমিত্তিক আয় ও প্রারম্ভিক জেরসহ জুলাই, ২০১৯ মাসে সর্বমোট আয় ৯,৫১,২৩,১৪৯/- (নয় কোটি একান্ন লক্ষ তেইশ হাজার একশত উনপঞ্চাশ) টাকা এবং আগস্ট, ২০১৯ মাসে ৯,১৮,০৫,২৯১/- (নয় কোটি আঠার লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত একানব্বিই) টাকা। অপরদিকে জুলাই ২০১৯ মাসে সর্বমোট ব্যয় ৩,৫২,৭৫,৩০৬/- (তিন কোটি বায়ান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশত ছয়) টাকা এবং আগস্ট, ২০১৯ মাসে ব্যয় ৫,০৭,৯০,৩০১/- (পাঁচ কোটি সাত লক্ষ নব্বই হাজার তিনশত এক) টাকা।

সিদ্ধান্ত: জুলাই ও আগস্ট, ২০১৯ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হলো। আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪: জুলাই, ২০১৯ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন।

আলোচনা: স্টেশন হেলথ্ অর্গানাইজেশন, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বাস্থ্য প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় স্বাস্থ্যগত পরিবেশ-সন্তোষজনক। সঠিক স্বাস্থ্যগত পরিবেশ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সকলকে বাংলাদেশ আর্মি আদেশ ০৩/৯৬ কঠোরভাবে পালন করার জন্য উক্ত প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়। স্টেশন সদর দপ্তর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও ষ্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন, ঢাকা কর্তৃক দৈনিক, মাসিক ও বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে ঢাকা সেনানিবাসের সকল এলাকায় নিয়মিত ভাবে মশা, মাছি ও কীটপতঙ্গ নিধনকারী ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। এসবিএও ০৩/৯৬ অনুযায়ী ইউনিট/সংস্থান নিজস্ব এলাকায় এ্যন্টি ম্যালেরিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য উক্ত প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়। জুন, ২০১৯ মাস থেকে ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলেও ১৫ জুন, ২০১৯ হতে ১৫ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সিএমএইচ, ঢাকা সেনানিবাসে ২৩২ জন ও সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে ২৯০ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। ঢাকা শহর ও এর সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ঢাকা সেনানিবাসে এডিস মশার বিস্তার রোধে ব্যাপক জনসংযোগ করা হয়েছে, সতর্কতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, স্টেশন সদর দপ্তর ও স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন এডিস মশার লার্ভা নিধনে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সেনানিবাসের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়মিত তদারকি করতে হবে এবং মশা-মাছি ও কীট পতঙ্গ দমন কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে। স্কুল-কলেজের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মান আরও উন্নত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের তাগিদ প্রদান করতে হবে। ঢাকা সেনানিবাসে এডিস মশার বিস্তার রোধে নিয়মিত জনসংযোগ ও সতর্কতামূলক লিফলেট বিতরণ করাসহ এডিস মশার লার্ভা নিধনে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৫: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে দোকান বরাদ্দ ও ভাড়ার নীতিমালা অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচ শপিং কমপ্লেক্সের দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দের জন্য একটি নীতিমালা তৈরী করে ২৯/৫/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-১১ এর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান/স্পেসসমূহ বরাদ্দ/ইজারা প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বরাদ্দকৃত দোকান/স্পেসসমূহ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনের নিমিত্ত ০৯ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার আলোচ্য বিষয় ১৩ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক চুক্তিপত্র সম্পাদনের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ১৭ জুন ২০১৯ তারিখে ঢাক্যাবো/মিরঃডিওএইচএস/শঃকঃ/সাধাঃ/৫/২৯৭ নং পত্রের মাধ্যমে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস ১৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখে ২৩.২২.০০০০.০১৪.৩৬.৫৫৮.১৯-৯৫৯ নং পত্রের মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রস্স্ততের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা তৈরীর লক্ষ্যে বিষয়টি ৩১ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১১ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ডের সম্মানিত সদস্য কর্নেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক এর সভাপতিত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা তৈরীর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলোঃ-

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিতভাবে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে দোকান বরাদ্দ ও ভাড়ার নীতিমালা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে দোকান বরাদ্দ ও ভাড়ার নীতিমালা

১. বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দোকানসমূহ ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করবেন।

২. মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান/স্পেস/ফ্লোর ১০ বছরের জন্য বিধি মোতাবেক নির্ধারিত ব্যবসা করার জন্য ইজারা/বরাদ্দ প্রদান করা হবে। যা দরপত্র আহবান করে প্রকাশ্য নিলাম অথবা গোপন সিডিউল এর মাধ্যমে ইজারা/বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩. গোপন সিডিউল/প্রকাশ্যে নিলামে অংশগ্রহণ এর জন্য নাম লিপিবদ্ধ জামানত বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মূল্যের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট **"ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট"** এর অনুকূলে (ফেরতযোগ্য) এবং অংশগ্রহণের ফি ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে। যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে না তাদের জমাকৃত জামানত যথাসময়ে ফেরত দেয়া হবে।

৪. আবেদনপত্রের সংগে ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডকমিশনার/ইউপি চেয়ারম্যান/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সনদপত্র, জন্ম সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

৫. মার্কেটসমূহের দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রকাশ্য ডাক গ্রহণ বা সিডিউল দর গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দর যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ/বাতিলের নিমিত্তে সুপারিশ/মন্তব্য প্রদান করবেন।

৬. ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকান/স্পেস এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজারা/বরাদ্দগ্রহীতা-কে দোকান বরাদ্দের সময় প্রদত্ত সালামীর উপর ১০% অর্থ নবায়ন ফি হিসেবে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ১০(দশ) বছরের জন্য দোকান/স্পেস/ফ্লোরের ইজারা নবায়ন করা যাবে। এই নিয়মে পরবর্তী প্রতি ১০ (দশ) বছর অন্তর অন্তর নবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৭. যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে তাদের প্রাথমিক বরাদ্দ প্রদানের পরবর্তী মাস থেকে দুই মাস পর পর সমান ০৮(আট) টি কিস্তিতে অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সর্বমোট সালামীর অর্থ ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা পরিশোধ করবে। কোন ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক বা একাধিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে বোর্ড জরিমানা আরোপ করতে পারবে। ০৩ (তিন) বা তদূর্ধ্ব কিস্তির অর্থ সময়মত পরিশোধে ব্যর্থ হলে দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে জমাকৃত প্রাথমিক জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং প্রদত্ত কিস্তির টাকার উপর **১০%** কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেয়া হবে।

৮. সর্বোচ্চ ডাককারী দোকান গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। তবে এক বা একাধিক কিস্তি জমা দেয়ার পর পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অপরগতা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তসহ কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থের ১০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেয়া হবে।

৯. দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দের জন্য পৃথক পৃথক ডাক ও সিডিউল বিক্রি করতে হবে এবং প্রত্যেক দোকানের জন্য আলাদাভাবে ডাক বা দর উল্লেখ করতে হবে। সর্বোচ্চ দর দাতাকে দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত দর বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত কিস্তিতে সালামীর টাকা পরিশোধ করতে হবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সমুদয় সালামীর টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে দোকান/স্পেস বুঝিয়ে দেয়া হবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন দোকানের দর অনুমোদন করা না হলে তার জমাকৃত জামানতসহ সমুদয় কিস্তির টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।

১০. সংশ্লিষ্ট মার্কেটের বেজমেন্ট (আন্ডার গ্রাউন্ড) ও ১ম তলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) প্রতিবর্গফুট স্পেসের জন্য কমপক্ষে ১৭,০০০/-(সতের হাজার) টাকা ও ২য় তলায় প্রতি বর্গফুট ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকা এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলা যথাক্রমে ১৫,০০০/- (পঁনের হাজার) টাকা, ১৪,৫০০/-(চৌদ্দ হাজার পাঁচশত) টাকা, ১৪,০০০/-(চৌদ্দ হাজার) টাকা এবং ৬ষ্ঠ তলা হতে তদুর্দ্ধ তলার জন্য ১২,০০০/- (বারহাজার) টাকা সর্বনিম্ন দর ধার্য করা হলো। উদ্ধৃত দরের উপর সরকারী বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট প্রদেয় হবে। ৮ম ও ৯ম তলার ফুডকোর্টের দোকানের সামনে সকলের ব্যবহারযোগ্য স্থান (প্রতি তলায় ২০০৮ বর্গফুট) সংশ্লিষ্ট তলার প্রতিটি দোকানের বিপরীতে আনুপাতিক হারে বিভাজন করা হবে। উক্ত স্থানের দর সর্বনিম্ন ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা প্রদত্ত দরের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রতি বর্গফুট ৩,০০০/- টাকা হারে প্রদান করতে হবে।

১১. একই দোকান/স্পেস এর জন্য একাধিক দরদাতার দর একই হলে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে।

১২. যে সকল দোকান/স্পেসসমূহ অবিক্রিত অবস্থায় থাকবে বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সে সকল দোকান/স্পেসসমূহ কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সরকারী দর অনুযায়ী এককালীন সালামী পরিশোধের মাধ্যমে ক্রয় করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট দোকানের মোট সালামীর সর্বোচ্চ ১০% অর্থ মওকুফ করা যেতে পারে।

১৩. অবিক্রিত দোকানসমূহ কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে ভাড়া প্রদান করা যাবে।

১৪. শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মার্কেটের অনুমোদিত ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানের ১ম তলা (নীচতলা) ও ২য় তলা প্রতি বর্গফুট ৯/- (নয়) টাকা, ৩য় তলা ও ৪র্থ তলা প্রতি বর্গফুট ৮/- (আট) টাকা, এবং ৫ম তলা ও ৬ষ্ঠ তলা প্রতি বর্গফুট ৭/৫০ (সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব তলার জন্য ৭/- (সাত) টাকা হারে মাসিক ভাড়া নির্ধারিত হবে।

১৫. নির্ধারিত মাসিক ভাড়া পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় জমা দিতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে ১১ তারিখ হতে প্রতিদিনের জন্য ৫/-(পাঁচ টাকা) হারে জরিমানা ভাড়া পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদান/আদায় করতে হবে।

১৬. প্রতিটি দোকানের জন্য পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার থাকবে যা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোম্পানীর মিটার ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক স্থাপন করতে হবে। মিটার অনুযায়ী ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত হারে বিদ্যুৎ বিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে পরিশোধ করতে হবে। কোন কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা সংযোগ ফি প্রদান করতে হবে। ফুডকোর্টের জন্য গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফি ও বিল পরিশোধ করতে হবে।

১৭. এয়ার কন্ডিশন, লিফট, একসেলেটর ও গ্যাস (খাবারের দোকানের জন্য প্রযোজ্য) স্থাপন করা হলে এর সার্ভিস চার্জ/মেরামত চার্জ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় জমা দিতে হবে। এখানে সার্ভিস চার্জ বলতে বিদ্যুৎ/গ্যাস বিল এবং লিফটম্যান/এসকালেটর অপারেটরের বেতন বাবদ প্রদেয় অর্থকে বুঝাবে।

১৮. **মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের তলা ভিত্তিক ব্যবসার ধরনঃ-**

১. ১ম তলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর)- ঘড়ি, রেডিমেট গার্মেন্টস, স্যানেটারী, ক্রোকারিজ, ফার্মেসী, স্টেশনারী, হার্ডওয়ার।
২. ২য় তলা (ফাস্ট ফ্লোর)- শাড়ী, কসমেটিকস, রেডিমেট গার্মেন্টস, বুটিক, জুতা, ব্যাগ, লাইব্রেরী, খেলনা।
৩. ৩য় তলা (সেকেন্ড ফ্লোর)- থান কাপড়, টেইলার্স, শো-পিস, পাঞ্জাবী, স্টুডিও।
৪. ৪র্থ তলা (থার্ড ফ্লোর) - শাড়ী, বোরকা, মশারী, জুয়েলারী, চশমা, কসমেটিকস সেলুন।
৫. ৫ম তলা (ফোর্থ ফ্লোর)- মোবাইল, মোবাইল সার্ভিসিং, কম্পিউটার, কম্পিউটার সার্ভিসিং।
৬. ৬ষ্ঠ তলা (ফিফথ ফ্লোর) ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, সিডি-ডিভিডি, মিউজিক আইটেম।
৭. ৭ম তলা (সিক্সথ্ ফ্লোর)- ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, সিডি-ডিভিডি, অফিস স্পেস।
৮. ৮ম তলা (সেভেনথ ফ্লোর) ফুডকোর্ট।
৯. ৯ম তলা (এইটথ ফ্লোর)- ফুডকোর্ট।
১০. ১০ম তলা (নাইনথ ফ্লোর)- কনভেনশন সেন্টার
১১. ১১তম তলা (টেনথ ফ্লোর)- কনভেনশন সেন্টার

১৯. মার্কেটের প্রত্যেক ফ্লোরে যে, যে ধরনের ব্যবসার জন্য নির্ধারিত সে ধরনের ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসা করা যাবে না। তবে ব্যবসা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ট্রেড পরিবর্তন ফি বাবদ দোকান ভাড়ার ৪ (চার) মাসের সমপরিমান অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

২০. মার্কেটের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ইজারা/বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত হারে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হবে।

২১. দোকান/স্পেস ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ১৫(পঁনের) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে বোর্ডের সংগে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

২২. ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান/স্পেস কোন অসামাজিক/অবৈধ/সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দোকান ইজারা/বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

২৩. মার্কেটে ইজারা/বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান/স্পেস হস্তান্তর/বিক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হস্তান্তর পূর্বানুমতি ফি ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ও উত্তরাধিকার/দান এর ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করতে হবে। নামজারী ফি বাবদ বিক্রয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা এবং দান/উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা।

২৪. সেনানিবাসের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে দোকান ইজারা/বরাদ্দ/ভাড়া প্রদান করা যাবে না।

২৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন ডাক ও দরপত্র সিডিউল বাতিল করা যাবে।

২৬. ইতিপূর্বে ইজারা/বরাদ্দকৃত দোকানসমূহের ধার্যকৃত সালামী ইজারা মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

২৭. মার্কেটের সকল ব্যবসায়ীকে স্ব স্ব ট্রেড/ধরন অনুযায়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

২৮. মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে সামরিক কোটার (যা কর্তৃপক্ষের সুপারিশ মোতাবেক বরাদ্দ করা হবে) নির্ধারিত দোকানসমূহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তলা ভিত্তিক প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের অর্ধেক সালামী প্রযোজ্য হবে। ধার্য সালামীর উপর সরকারী বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর বরাদ্দগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে এবং অন্যান্য শর্তাবলী এই নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়িত হবে।

২৯. উক্ত মার্কেটের নির্মাণ কাজ শেষে বাস্তব পরিমাপ অনুযায়ী দোকানের আয়তনের হ্রাস/বৃদ্ধি হলে সেক্ষেত্রে মূল্য সমন্বয়/পরিশোধ করতে হবে।

৩০. এই নীতিমালা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান/স্পেস এর ক্ষেত্রে অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

আলোচ্যবিষয়-৬: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাস্থিত ৯ নং প্লটে ১০৮৯০ বর্গফুট বা ১৫.১২৫ কাঠা ভূমিতে নির্মিত ৬ (ছয়) তলা বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ডি/৪ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১ টি কারপার্কিং স্থান, আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি এবং অন্যান্য সাধারণ সুবিধাসহ বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা: প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০৮৯০ বর্গফুট বা ১৫.১২৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ০৯ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ডি/৪ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং স্পেস, আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি এবং অন্যান্য সাধারণ সুবিধাদিসহ মালিক শেখ শামীমা বেগম শেলী, স্বামী-শেখ মনিরুল ইসলাম। তিনি উক্ত ফ্ল্যাটটি (১) জনাব তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার ও (২) শামিম আরা খান, পিতা-শাহীন খান, এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে ১৪ মে ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৯/ফ্ল্যাট নং-ডি/৪(৫ম তলা)/৭০ নং পত্রে সেনাসদরের অনাপত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ০১ আগস্ট ২০১৯ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২ নং পত্রে অনাপত্তি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অত্র দপ্তরের ০৪ আগস্ট ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৯/ ফ্ল্যাট নং-ডি/৪(৫ম তলা)/৭৩ নং পত্রে প্রস্তাবিত ক্রেতাদ্বয়ের অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করার জন্য সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে অনুরোধ করা হলে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস ০৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ২৩.০১.৯০১.৮০০.০৩.০২৮.০১. ০৫.০৮.১৯ নং পত্রে (১) জনাব তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার ও (২) শামিম আরা খান, পিতা-শাহীন খান এর অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৯/ফ্ল্যাট নং-ডি/৪/(৫ম তলা)/৭৬ নং পত্রে হস্তান্তর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাস্থিত ১ নং রোডের ৯ নং প্লটে নির্মিত ৬ (ছয়) তলা বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ডি/৪ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১ টি কারপার্কিং স্পেস, আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি এবং অন্যান্য সাধারণ সুবিধাসহ (১) জনাব তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার ও (২) শামিম আরা খান, পিতা-শাহীন খান এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

256

আলোচ্যবিষয়-৭: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯০০ বর্গফুট জমি বিশিষ্ট ১১০ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত ০৩(তিন) তলা বাড়িটি উত্তরাধিকারসূত্রে ওয়ারিশগণের নামে নামজারীর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ৯০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ১১০ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত ৩(তিন) তলা বাড়িটির ক্রয়সূত্রে মালিক সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ, পিতা-মরহুম সৈয়দ আবু মোজাফ্ফর। সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ ০৪ মে ২০০৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি ০২(দুই) জন পুত্র সন্তান (১) সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (২) সৈয়দ শামসুল আরেফীন এবং ০২(দুই) জন কন্যা সন্তান (১) সৈয়দা ইয়াসমিন করিম ও (২) সৈয়দা নাইলা রাজ্জাকসহ মোট ০৪(চার) জন ওয়ারিশ রেখে গেছেন মর্মে ওয়ারিশ সনদপত্রসহ উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়িটি তাদের নামে নামজারী করার জন্য ১৪ মে ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করায় উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়িটি উত্তরাধিকারীগণের নামে নামজারীর বিষয়ে কোন আইনী জটিলতার আছে কিনা সে বিষয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আইন উপদেষ্টার মতামত চাওয়া হলে সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করায় তার উত্তরাধিকারগণের নামে নামজারীতে কোন আইনগত বাধা নেই মর্মে মতামত প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য, উক্ত প্লটের ইজারার ২য় মেয়াদ আগামী ১২ অক্টোবর ২০২২ সালে শেষ হবে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ৯০০ বর্গফুট জমি বিশিষ্ট ১১০ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর মালিক মৃত্যুবরণ করায় নিম্নবর্ণিত উত্তরাধিকারীগণের নামে অবিভক্ত ও অচিহ্নিত অবস্থায় ১১০ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক
১.	সৈয়দ জয়নুল আবেদীন	পুত্র
২.	সৈয়দ শামসুল আরেফীন	পুত্র
৩.	সৈয়দা ইয়াসমিন করিম	কন্যা
৪.	সৈয়দা নাইলা রাজ্জাক	কন্যা

আলোচ্যবিষয়-৮: পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০১৯ উপলক্ষে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট সংলগ্ন খালি জায়গায় গরু-ছাগলের হাট ইজারার জন্য প্রাপ্ত ১,২৬,০৩,০০০/- (এক কোটি ছাবিবশ লক্ষ তিন হাজার) টাকার দরটি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের আনুমানিক ৩.০০ একর খালি জায়গায় পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০১৯ উপলক্ষে গরু-ছাগলের হাট ইজারার জন্য ১,৫০,০০,০০০/-(এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা সরকারী দর নির্ধারণ করে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে দরপত্র আহবান করা হলে নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত মোট ৭৫(পঁচাত্তর)টি সিডিউল ফরম বিক্রি হয়। কিন্তু দরপত্র দাখিলের তারিখে কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। কোন দরপত্র না পাওয়ায় পরবর্তী ০৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। নির্ধারিত ০৬(ছয়)টি স্থানে মোট ০৩(তিন) টি দরপত্র ফরম বিক্রি করা হয় এবং ০৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে জিডিও, স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের প্রতিনিধি এর সম্মুখে দরপত্র বাক্স খোলা হলে মোট ০৩(তিন) টি দরপত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ০৩(তিন) জন Responsive দরদাতার মধ্যে হামিদা এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ- মিসেস হামিদা সুলতানা, ডিসিসি-৪৩, উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬ কর্তৃক দাখিলকৃত ১,২৬,০৩,০০০/-(এক কোটি ছাবিবশ লক্ষ তিন হাজার) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয় এবং যুক্তিযুক্ত হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের খালি জায়গায় পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০১৯ উপলক্ষে গরু-ছাগলের হাট ইজারা প্রদানের লক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি সুপারিশ করেন। উক্ত দরটি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদন এবং সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন করায় সর্বোচ্চ দরদাতা সমুদয় অর্থ ১,২৬,০৩,০০০/-(এক কোটি ছাবিবশ লক্ষ তিন হাজার) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ফান্ডে এবং ভ্যাট ও আয়কর টিআর চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা করায় ইজারা প্রদান করা হয়। আলোচনাক্রমে মেসার্স হামিদা এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ-মিসেস হামিদা সুলতানা, ডিসিসি-৪৩, উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬ কে গরু-ছাগলের হাট ইজারার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০১৯ উপলক্ষে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট সংলগ্ন খালি জায়গায় গরু-ছাগলের হাট ইজারার জন্য মেসার্স হামিদা এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ-মিসেস হামিদা সুলতানা, ডিসিসি-৪৩, উত্তর কাফরুল, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ১,২৬,০৩,০০০/- (এক কোটি ছাবিবশ লক্ষ তিন হাজার) টাকার দরটি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৯: মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় ০৫(পাঁচ)টি এবং মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ০১(এক) টিসহ মোট ০৬ (ছয়) টি বাড়ীর গৃহকর নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ০৫(পাঁচ) টি এবং মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ০১(এক) টিসহ মোট ০৬(ছয়)টি বাড়ীর গৃহকর নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিকগণ নিম্নোক্তভাবে আবেদন করেছেন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রতিনিধি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রদিবেদন দাখিল করেছেনঃ-

ক্রঃ নং	আবেদনকারীরর নাম	প্লট নং	নকশা অনুমোদনের তারিখ	প্রার্থীত তারিখ	সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য
১।	কর্ণেল (অবঃ) দিবাকর খীসা	২৯৬ মহাখালী ডিওএইচএস	১৬/০৭/২০১২	জুলাই-২০১৯ সন হতে গৃহকর নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করছেন।	বাড়ী নির্মাণের জন্য কেশর ডিজাইন এন্ড ডেভেলপার কোম্পানীর কর্তৃক চুক্তিপত্র হয়। ডেভেলপার নির্মান কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ না করায় বাড়ীর মালিক মহাখালী পরিষদ-কে লিখিত অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পরিষদ উভয়ের শুনানী সালিশি মিটিং করেন। সালিশি মিটিং এ কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করিলেও তা না করে ফ্ল্যাট ক্রেতাগণের নিকট হতে বিক্রিত অর্থ নিয়ে আত্নগোপন করেন। পরবর্তীতে ফ্ল্যাট ক্রেতা ও বাড়ীর মালিকের যৌথ আলোচনায় সবাই মিলে বাড়ীর কাজ সম্পূর্ণ করে। তবে নীচতলার গ্যারেজ ও ৬ষ্ঠ তলার কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। ৩০/৭/২০১৮ তারিখে বিদ্যুতের সংযোগ পায়। (বিদ্যুতের সংযোগ কাগজ সংযুক্ত)।
২।	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বদরুল মিল্লাত ভূইয়া (অবঃ)	৮০৮ মিরপুর ডিওএইচএস	৬/৩/২০১১	জুলাই-২০১৮ সন হতে গৃহকর নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করছেন।	বাড়ীর মালিক সাথে কথা বলে জানা যায় তিনি নিজ অর্থায়নে ও ব্যাংক লোন করে বাড়ীর কাজ জুন ২০১৮ তারিখে শেষ করে জুলাই ২০১৮ মাস হতে বসবাস শুরু করেছেন এবং এখনও বাড়ীর অভ্যন্তরীন ও পার্কিং কাজ শেষ হয়নি (বিদ্যুৎ বিলের কপি সংযুক্ত)।
৩।	কর্ণেল সৈয়দ গোলাম জাহিদ (অবঃ)	৮১০ মিরপুর ডিওএইচএস	২২/৫/২০১২	সেপ্টেম্বর-২০১৭ সন হতে গৃহকর নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করছেন।	বাড়ী নির্মাণের জনজেন ইলিশিয়াম ডেভেলপার কোম্পানীর কর্তৃক চুক্তিপত্র হয়। বাড়ীর মালিক ও ফ্ল্যাট মালিক গনের সাথে কথা বলে জানা যায় ০১ মে ২০১৭ তারিখ ভবন হস্তান্তরের পর ফ্ল্যাট সমূহ বসবাস উপযোগী করার জন্য আরও ৩ থেকে ৬ মাস ইনটেরিওরের কাজ করতে হয়। তাই ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অনুরোধ জানান। (বিদ্যুৎ বিলের কপি/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের কপি সংযুক্ত)।
৪।	উইং কমান্ডার (অবঃ) মোহাম্মদ বিন বিল্লাহ	৮২৩ মিরপুর ডিওএইচএস	২৮/১০/২০১৪	৬ তলা ফ্ল্যাটের গৃহকর ১৮-১৯ সন হতে এবং সম্পূর্ণ বাড়ীর গৃহকর ১৯-২০ সন হতে নির্ধারনের জন্য	বাড়ীটি ০৭(সাত) তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ীর মালিকের সাথে কথা বলে জানা যায় পানি ও বিদ্যুতের সংযোগ পাইতে, অনিরাপদ ব্যবস্থপনা এবং রাজউকের খোলা প্রান্তর থাকায় প্রচন্ড গতির উত্তরের ঝড় ও বৃষ্টিতে বিল্ডিং নির্মান করা দূরে থাক বিল্ডিং এ দাড়ানো অসম্ভব ছিল। তাছাড়া প্রতি বছরে মার্চ হতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত ও ২ ঈদের ছুটিতে ২ মাস বা ততোদিক সময়ে শ্রমিক ছিল না। আর্থিক অনটনের কারনে ঋন নিয়ে বাড়ীর কাজ জুন ২০১৮ সনে সম্পূর্ণ করে।
৫।	মিসেস কামরুন নাহার (পাঁপড়ি)	৮২৭ মিরপুর ডিওএইচএস	৬/৭/২০১৪	গৃহকর জুন/২০১৮ হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য	বাড়ী নির্মাণের সেনাকল্যান কনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপার কোম্পানীর কর্তৃক চুক্তিপত্র হয়। মালিকরে সাথে কথা বলে জানা যায় ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বাড়ী বুঝিয়ে দেয়া হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে বিদ্যুতের সংযোগ পায়। এপ্রিল/২০১৮ তারিখে বসবাস শুরু করেন।
৫।	মিসেস সাঈদা সুলতানা	১২০৬ মিরপুর ডিওএইচএস	৩/৯/২০১৫	জানুয়ারি-২০১৯ সন হতে গৃহকর নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করছেন।	বাড়ীটি ০৭(সাত) তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ীর মালিক ও ফ্ল্যাট মালিকগনের সাথে কথা বলে জানা যায় বাড়ী নির্মাণের জন্য বি আর বি হোমস লিঃ ডেভেলপার কোম্পানীর কর্তৃক চুক্তিপত্র হয়। বাড়ীর মালিক ও ফ্ল্যাটগনের সাথে কথা বলে জানা যায় তিনি নিজ নিজ অর্থায়নে ধার দেনা করে বাড়ীর কাজ জানুয়ারী ২০১৯ মাসে শেষ করে বসবাস শুরু করে। (বিদ্যুৎ বিলের কপি/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের কপি সংযুক্ত)।
৬।	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আখতারোজ্জামান	১৩০১ মিরপুর ডিওএইচএস	১৭/০২/২০১৪	সেপ্টেম্বর-২০১৮ সন হতে গৃহকর নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করছেন।	বাড়ীটি ০৭(সাত) তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ীর মালিক ও ফ্ল্যাটগনের সাথে কথা বলে জানা যায় তিনি নিজ নিজ অর্থায়নে ধার দেনা করে বাড়ীর কাজ সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে সম্পন্ন করে বসবাস শুরু করে। (বিদ্যুৎ বিলের কপি সংযুক্ত)।
৭।	লেঃ কর্ণেল খন্দকার ফরিদুল আকবর (অবঃ)	৩৬৬/৪ বারিধারা ডিওএইচএস	১৫/৯/২০৯৯	জুলাই, ২০১৮	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৩৬৬/৪ নং প্লটের মালিক লেঃ কর্ণেল খন্দকার ফরিদুল আকবর (অবঃ)। উক্ত প্লটে নিজ অর্থায়নে বাড়ী নির্মানের জন্য তিনি ৩১ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে ০৬ তলার নকশা অনুমোদন করেন। ২003-২004 আর্থিক সাল থেকে ৭,২০০/- (সাত হাজার দুইশত) টাকা হারে বাৎসরিক গৃহকর জুন ২০১০ পর্যন্ত পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সন হতে পুনরায় বাড়ীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। উক্ত নির্মাণ কাজ শেষ করতে প্রায় ০৭ বছর সময় লেগে যায় মর্মে অত্র দপ্তরে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে আবেদন করেন। ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সন হতে বাড়ীতে ভাড়া এবং বসবাস শুরু হওয়ায় উক্ত সন হতে গৃহকর নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেছেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিতভাবে গৃহকর ধার্য করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রঃ নং	আবেদনকারীরর নাম	বাড়ী নং ও এলাকার নাম	গৃহকর শুরু হওয়ার তারিখ
১।	কর্ণেল (অবঃ) দিবাকর খীসা	২৯৬,মহাখালী ডিওএইচএস	জুলাই-২০১৯
২।	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বদরুল মিল্লাত ভূইয়া (অবঃ)	৮০৮, মিরপুর ডিওএইচএস	জুলাই-২০১৮
৩।	কর্ণেল সৈয়দ গোলাম জাহিদ (অবঃ)	৮১০, মিরপুর ডিওএইচএস	সেপ্টেম্বর-২০১৭
৪।	উইং কমান্ডার (অবঃ) মোহাম্মদ বিন বিল্লাহ	৮২৩, মিরপুর ডিওএইচএস	৬ তলা ফ্ল্যাটের: জুলাই ২০১৮ সম্পূর্ণ বাড়ী: জুলাই, ২০১৯
৫।	মিসেস কামরুন নাহার (পাঁপড়ি)	৮২৭, মিরপুর ডিওএইচএস	জুন, ২০১৮
৫।	মিসেস সাঈদা সুলতানা	১২০৬,মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০১৯
৬।	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আখতারোজ্জামান	১৩০১,মিরপুর ডিওএইচএস	সেপ্টেম্বর, ২০১৮
৭।	লেঃ কর্ণেল খন্দকার ফরিদুল আকবর (অবঃ)	৩৬৬/৪, বারিধারা ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৮

আলোচ্যবিষয়-১০: মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় ১০৬০ নং বাড়ীর গৃহকর মওকুফের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ১০৬০ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর মালিক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান। উক্ত বাড়ীর গৃহকর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সন হতে নির্ধারণপূর্বক তা জুন ২০১৬ পর্যন্ত পরিশোধ আছে। উল্লেখ্য যে, মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ কর্তৃক ০৪ জুলাই ২০১৬ তারিখে ১৭/১৩/ডিওএইচএস/ মিরপুর নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত প্লটে অননুমোদিত রেষ্টহাউজ হিসেবে ৪৫ জন বিদেশী নাগরিককে ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে ক্যান্টমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ০৪ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে ঢাক্যাবো/ডিওএইচএস মিরপুর/ প্লট নং-১০৬০/১৫ নং পত্রের মাধ্যমে বাড়ীর মালিককে বিদেশী নাগরিকদের স্থানান্তর করতে বলা হয় এবং বিদেশী নাগরিকদের বসবাসের সুযোগ দেয়ার জন্য বাড়ীর মালিকের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ০৫ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে রাত্র ১১:৪০ ঘটিকায় নেপালী দূতাবাস এবং পুলিশের সহযোগীতায় উক্ত বাসস্থান হতে বিদেশী নাগরিকগণ অন্যত্র চলে যায়। ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সন হতে জুন, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাড়ীটি খালি অবস্থায় ছিল বলে বাড়ীর মালিক উক্ত সময়ের গৃহকর মওকুফ করার জন্য অত্র দপ্তরে ১০/০২/২০১৯ তারিখে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস এর ১০৬০ নং বাড়ীটি আগস্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত খালি ছিল বিধায় উক্ত সময়ের গৃহকর মওকুফ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১১: মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ১০২৪ এবং ১০৪৪ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর গৃহকর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মওকুফের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে-

(ক) মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ১০২৪ নং বাড়ীর মালিক মেজর (অবঃ) হরবিলাস হালদার। উক্ত প্লটে নির্মিত বাড়ীর বার্ষিক গৃহকর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গৃহকর পরিশোধ আছে। তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গৃহকর মওকুফ করার জন্য ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন।

(খ) মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ১০৪৪ নং বাড়ীর মালিক লেঃ কর্ণেল মোঃ সৈয়দ আলী। উক্ত প্লটে নির্মিত বাড়ীর গৃহকর নির্ধারণ করা হয়নি। তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে উক্ত বাড়ীর গৃহকর মওকুফ করার জন্য ২০ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন।

উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিটি কর্পোরেশন-২) এর ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী "রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের মালিকানাধীন ইমারত বা জমিতে তাঁহাদের নিজস্ব বসবাসকৃত অংশের উপর হোল্ডিং কর এবং অন্যান্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাগণের বসবাসের নিজস্ব মালিকানাধীন হোল্ডিং এ অবস্থিত ইমারত বা জমির উপরস্থিত ১,০০০ (এক হাজার) বর্গফুট আয়তন পর্যন্ত ফ্ল্যাটের উপর হোল্ডিং কর আরোপ করা যাইবে না; তবে শর্ত থাকে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন ইমারত বা জমির কোন অংশ বাণিজ্যিক বা ভাড়ায় বা লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে উক্ত ইমারত বা জমির অংশের উপর হোল্ডিং কর আরোপ করা যাইবে।"

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিটি কর্পোরেশন-২) এর ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে মিরপুর ডিওএইচএস এর মেজর (অবঃ) হরবিলাস হালদার এর মালিকানাধীন ১০২৪ এবং লেঃ কর্ণেল মোঃ সৈয়দ আলী এর মালিকানাধীন ১০৪৪ নং বাড়ীর ১,০০০ (এক হাজার) বর্গফুট পর্যন্ত গৃহকর মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১২: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৮ম তলার ০৭ নং দোকানটি বিক্রয়/হস্তান্তরের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৮ম তলার ০৭ নং দোকানটি ইজারার নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হলে জনাব মোঃ সেন্টু তালুকদার কর্তৃক প্রদত্ত দরটি সর্বোচ্চ হয় এবং উহা অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদিত দর অনুযায়ী সমুদয় সালামীর অর্থ সমান ০৮(আট) টি কিস্তিতে পরিশোধের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে তিনি ০২(দুই) টি কিস্তির অর্থ অত্র দপ্তরে পরিশোধ করেন। অবশিষ্ট কিস্তিসমূহ আর্থিক সমস্যার কারণে পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করে উক্ত দোকানটি এম আজহার রহমান, পিতা-মৃত মোঃ আবুল হাশেম, মাতা-রওশন আরা হাসেম, বাড়ী নং-১৯জি, রোড নং-০৯, বনানী, ঢাকা-১২১৩ এর নিকট হস্তান্তর করার জন্য অনুমতি চেয়ে ২০ আগষ্ট ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে হস্তান্তর অনুমতি ফি-২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা এবং নামজারী ফি ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে জনাব মোঃ সেন্টু তালুকদারের পরিবর্তে এম আজহার রহমান, পিতা-মৃত মোঃ আবুল হাশেম এর হস্তান্তরের অনুমতি এবং অবশিষ্ট কিস্তিসমূহ জনাব এম আজহার রহমান নিকট হতে গ্রহণের বিষয়টি প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। উক্ত বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৮ম তলার ০৭ নং দোকানটি জনাব এম আজহার রহমান, পিতা-মৃত মোঃ আবুল হাশেম বিক্রয়/হস্তান্তরের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৩: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট কার পার্কিং ইজারার দর নির্ধারণের নিমিত্ত গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ কার পার্কিং ০১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের জন্য ১২ নভেম্বর ২০১৮ দরপত্র আহবান করা হলে জনাব মোঃ মীর হোসেন সজীব, পিতা-মোঃ বেলাল হোসেন কর্তৃক দৈনিক ১০,৬০০/-(দশ হাজার ছয়শত) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয়। উক্ত দরটি অনুমোদন হওয়ায় অত্র দপ্তরের ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/কারপার্কিং/ইজারা/ ১/১৯ নং পত্রে জনাব মোঃ মীর হোসেন সজীব-কে ইজারা প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে দরপত্রের শর্ত মোতাবেক তিনি ০৪(চার) মাসের অগ্রিম বাবদ ১২,৮২,৬০০/-(বার লক্ষ বিরাশি ছয়শত) টাকা অত্র দপ্তরে জমা করেন। ইজারা গ্রহীতা জনাব মোঃ মীর হোসেন সজীব ১৩ এবং ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের আবেদনে জানান উক্ত কার পার্কিং হতে প্রতিদিন ৫-৬ হাজার টাকা লোকসান/ক্ষতি হচ্ছে মর্মে ইজারা দর কমানো অথবা মুরগী বাজার সংলগ্ন খালি জায়গায় পিক আপ ভ্যান রাখার অনুমতি অথবা ইজারা বাতিল করে জামানতের টাকা ফেরত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। বিষয়টি ০৯ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় আলোচ্যবিষয়-১৬ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে জামানত হিসেবে জমাকৃত ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা বাজেয়াপ্ত করে ইজারা বাতিল এবং নতুন ইজারা গ্রহীতা নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ইজারা গ্রহীতা বহাল থাকবে ও উক্ত সময় পর্যন্ত যাবতীয় পাওনা অগ্রীম জমাকৃত অর্থ হতে সমন্বয় করে অবশিষ্ট অর্থ হতে ১০% কর্তন করে বাকী অর্থ ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনরায় ইজারা প্রদানের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে ৩(তিন) ধাপে কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে জনাব মোঃ মীর হোসেন সজীব ২৩ জুন ২০১৯ তারিখের আবেদনের দৈনিক ৬,০০০/-(ছয় হাজার) টাকা হারে পার্কিং ইজারা গ্রহণ করতে আগ্রহী আছেন মর্মে জানান। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/ কারপার্কিং/ইজারা/১/৫৭ নং পত্রে দর নির্ধারণের জন্য মেজর মোঃ আমজাদ হোসেন বীর, স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে প্রতিবিদেন দাখিল করার অনুরোধ করা হয়। কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত মতামত প্রদান করা হয়েছেঃ-

১. প্রতিদিনের জন্য সরকারী দর ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
২. স্টিকার যুক্ত সকল ব্যক্তিগত গাড়ী হতে নির্ধারিত হারে টোল আদায় করা যেতে পারে।
৩. সামরিক/গোয়েন্দা সংস্থার যানবাহন হতে টোল আদায় করা যাবে না।
৪. সামরিক/গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত গাড়ীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত দরের ৫০% টোল আদায় করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট কার পার্কিং স্থানটি নিম্নবর্ণিত শর্তে ইজারার জন্য দরপত্র আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

১. প্রতিদিনের জন্য সর্বনিম্ন সরকারী দর ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা।
২. সামরিক/গোয়েন্দা সংস্থা/প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত যানবাহন হতে টোল আদায় করা যাবে না।
৩. স্টিকার যুক্ত/স্টীকার ব্যতীত সকল ব্যক্তিগত গাড়ী হতে নির্ধারিত হারে টোল আদায় করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৪: মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার হযরত কালাশাহ বাবা (রহঃ) মাজার শরীফ এর খাদেম মৌলভী মোঃ সাইফুল ইসলাম এর মাসিক বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় অবস্থিত হযরত কালাশাহ বাবা (রহঃ) এর মাজারটি দেখাশোনার কাজে খাদেম হিসেবে জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম নিয়োজিত আছেন। মাজার তহবিল হতে তাকে মাসিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ভাতা দেয়া হত। গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২৫ এর মাধ্যমে উক্ত বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে ৭,০০০/-(সাত হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম ১১ জুলাই ২০১৯ তারিখের আবেদনে উক্ত বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ করেছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত বেতন ভাতা মাজার তহবিল হতে সংকুলান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার হযরত কালাশাহ বাবা (রহঃ) মাজার শরীফ এর খাদেম মৌলভী মোঃ সাইফুল ইসলাম এর মাসিক বেতন ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত খাদেম এর মাসিক বেতন-ভাতা মাজারের আয় হতে সংকুলান করতে হবে এবং অক্টোবর, ২০১৯ হতে নতুন বেতন কার্যকর হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৫: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৫ম তলার ০১ নং দোকান সমর্পন এবং উক্ত দোকানের বিপরীতে জমাকৃত জামানত, সালামী, ভ্যাট ও উৎসকর ৭ম তলার ২৬ নং দোকানের সাথে সমন্বয় প্রসংগে ইজারা গ্রহীতা মুক্তা আক্তার, স্বামী- মোঃ জাহিদুল হক এর ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৫ম তলার ০১ নং দোকানটি মিসেস মুক্তা আক্তার, স্বামী-মোঃ জাহিদুল হক এর নামে ১৩ আগস্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত দরপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত দোকানের সালামী বাবদ ৩৬,৩৭,৩৬০/-(ছত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার তিনশত ষাট) টাকা সমান ০৮টি কিস্তিতে পরিশোধের জন্য ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ঢাক্যাবো/ মিরঃডিওএইচএস/ শঃকঃ/৫ম তলার/০১/০৬ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হলে তিনি ০৮ কিস্তির মধ্যে ০৩টি কিস্তিতে মোট ১৩,৭৫,২৬০/-(তের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুইশত ষাট) টাকা জমা করেছেন এবং উক্ত টাকার ভ্যাট ও উৎস কর সোনালী ব্যাংক লিঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্পোরেট শাখায় জমা করে তার চালান অত্র দপ্তরে দাখিল করেছেন। অপরদিকে ৭ম তলার ২৬ নং দোকানটি ৫ম তলার ০১ নং দোকানের ইজারাদার মিসেস মুক্তা আক্তার এর স্বামী-মোঃ জাহিদুল হক এর নামে একই তারিখে অনুষ্ঠিত দরপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং যার অনুমোদিত সালামী ৪০,৫০,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। ৭ম তলার ২৬ নং দোকানের সালামী ০৩টি কিস্তিতে মোট ১৫,১৮,৭৫০/-(পঁনের লক্ষ আঠার হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা অত্র দপ্তরে পরিশোধ করা হয়েছে। ৫ম তলার ০১ নং দোকানের ইজারাদার মিসেস মুক্ত আক্তার, স্বামী-মোঃ জাহিদুল হক এর নামে ইজারাকৃত দোকানটির সালামী আর্থিক সমস্যার কারণে পরিশোধ করতে পারছেন না বিধায় তিনি উক্ত দোকানটির ইজারা বাতিল করে দোকানের বিপরীতে জমাকৃত জামানত, সালামী, ভ্যাট ও উৎসকর তাঁর স্বামীর নামে ইজারাকৃত ৭ম তলার ২৬ নং দোকানের সাথে সমন্বয় করার জন্য অত্র দপ্তরে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৫ম তলার ১ নং দোকানের বরাদ্দ গ্রহীতা মিসেস মুক্তা আক্তার, স্বামী-মোঃ জাহিদুল হক এর আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত দোকানের ইজারা বাতিল করে ইজারার শর্তানুযায়ী জমাকৃত কিস্তির ১০% কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ তাঁর স্বামী জনাব মোঃ জাহিদুল হক এর নামে ইজারাকৃত ৭ম তলার ২৬ নং দোকানের সাথে সমন্বয় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৬: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান/স্পেস এর ভাড়া পরিশোধ প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের মোট ৩০১ (তিনশত এক) টি দোকান/স্পেস রয়েছে। উক্ত দোকানের মধ্যে ২০২ (দুইশত দুই) টি দোকান ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত দোকানসমূহের ভাড়া ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সেনাসদর, কিউএমজির শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকাএমকিউ-২ নং পত্রের মাধ্যমে মওকুফ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে বরাদ্দকৃত সকল দোকানের ভাড়া জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে পরিশোধের কথা থাকলেও মার্কেট চালু না হওয়ায় দোকান মালিকগণ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে দোকান ভাড়া পরিশোধ করছেন না।

সিদ্ধান্ত: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান/স্পেস এর ভাড়া ০১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ হতে পরিশোধ করার জন্য সকল দোকান/স্পেস বরাদ্দ/ইজারা গ্রহীতাকে ডিমান্ড নোটিশ প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৭: ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএসসমূহের ভাড়াটিয়াগণকে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসের বনানী, মহাখালী, বারিধারা ও মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় প্রায় ২৫০০(দুই হাজার পাঁচশত) টি প্লট রয়েছে এবং উক্ত প্লটসমূহে আনুমানিক ১৫,০০০ (পঁনের হাজার)টি ফ্ল্যাট রয়েছে। উক্ত ডিওএইচএস এলাকায় বেশীরভাগ ফ্ল্যাটে কর্পোরেট অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/অফিস ব্যবসা পরিচালনা করেছে কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড তাদেরকে ট্রেড লাইসেন্স দিতে পারছে না বা উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/অফিস বন্ধ করতেও পারছে না। ট্রেড লাইসেন্স না দেয়ার ফলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড একটি বড় রাজস্ব আদায় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১০ মে ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১৪ এর মাধ্যমে ডিওএইচএসসমূহের বাড়ীর মালিকদেরকে কেবল নিজের নামে একটি নুতন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হবে, তবে পুরাতন ট্রেড লাইসেন্স থাকলে তা যথারীতি নবায়ন করা যাবে কিন্তু দৃশ্যত: বাড়ীটিকে ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যাবে না এবং কোন সাইনবোর্ড লাগানো যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪ জুন ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির ৪১তম সভায় প্লট/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার প্রসংগে ৫.২ এর (খ) নং সিদ্ধান্তে "সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের বাড়ীতে গেষ্ট হাউজ, বিউটি পার্লার, দোকান, স্কুল, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডাক্তারের চেম্বার, সেলুন ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেয়া যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে কেবলমাত্র লন্ড্রী, ঔষধের দোকান, সাইবার ক্যাফে ও স্বল্প পরিসরের অফিসকে (নিজস্ব গাড়ী পার্কিং এলাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে) ভাড়া দেয়া যেতে পারে। তবে কোন সাইনবোর্ড লাগানো যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির ৪১তম সভার ৫.২ নং সিদ্ধান্তের আলোকে ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন ডিওএইচএসসমূহে পরিচালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে এ বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৮: ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকা ও ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় বাড়ী নির্মাণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:-

ক্র/নং	প্লট মালিকের নাম	প্লট নম্বর	ঠিকানা	এমইও/ রাজস্ব শাখার ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
১।	উইং কমান্ডার (অবঃ)মুহাম্মদ ফেরদৌস ইমাম	৩৮৩	ডিওএইচএস মিরপুর	১৬/৭/২০১৯	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (৩য় তলায় এক ইউনিটের পরিবর্তে দুই ইউনিটে রূপান্তর করা হয়েছে)।
২।	কমান্ডার (অবঃ) মোঃ নাসিমুল গণি	৫৫৫	ডিওএইচএস মিরপুর	০৮/০৮/২০১৯	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা নির্মাণ আংশিক)
৩।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মির্জা হারুন-অর-রশিদ	৬১৬	ডিওএইচএস মিরপুর	০৪/০৯/২০১৯	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা নির্মাণ-০৮ তলা ফাউন্ডেশন দেখানো আছে)
৪।	(১) ফাতেমা সুলতানা, স্বামী-শহীদ কর্ণেল গুলজার উদ্দিন আহমেদ (২) জাহিন তাসনিয়া (৩) লামিয়া সাইয়ারা পিতা-শহীদ কর্ণেল গুলজার উদ্দিন আহমেদ	৭৯৮	ডিওএইচএস মিরপুর	০৮/০৮/২০১৯	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন-২য় ও ৪র্থ তলায় দুই ইউনিটকে এক ইউনিটে রূপান্তর)
৫।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এসএম শামীম	৮৭৪	ডিওএইচএস মিরপুর	০৭/০৮/২০১৯	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা নির্মাণ-০৮ তলা ফাউন্ডেশন দেখানো আছে)
৬।	(১) মেজর (অবঃ) মোঃ দিলদার-উল-ইসলাম (২) কর্ণেল নাজমা বেগম	৮৮২	ডিওএইচএস মিরপুর	০৮/০৮/২০১৯	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা নির্মাণ-০৮ তলা ফাউন্ডেশন দেখানো আছে)
৭।	কর্ণেল (অবঃ) মোঃ কামরুজ্জামান খান	৯২৮	ডিওএইচএস মিরপুর	০৪/০৯/২০১৯	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (খালি প্লট)

২৮

৮।	জনাব এ বি এম সামছুজ্জামান	১৩৫৬	ডিওএইচএস মিরপুর	০৮/০৮/২০১৯	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন-৩য় তলায় এক ইউনিটকে দুই ইউনিটে রূপান্তর)
৯।	(১) মিসেস আলভিরা মান্নাফ রহমান (২) মিসেস সাদিয়া মান্নাফ নিজাম	২০১	ডিওএইচএস মহাখালী	২৮/৮/২০১৯	বেজমেন্টসহ সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (৩য় ও ৪র্থ তলায় দুই ইউনেটের পরিবর্তে ডুপ্লেক্স নির্মাণ)
১০।	ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) এ কে এম শাহেদুল ইসলাম	২৮২	বারিধারা ডিওএইচএস	৭/০৮/২০১৯	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা নির্মাণ)
১১।	মেজর (অবঃ) এ কে এম আব্দুল আজিজ	৩৫৩	বারিধারা ডিওএইচএস	০৫/০৯/২০১৯	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ)
১২।	জনাব মোঃ মনজুর মোর্শেদ	৩২০	বারিধারা ডিওএইচএস	২২/০৮/২০১৯	সংশোধিত ০৬ তলা (উত্তরাংশে লিফট স্থাপন)
১৩।	মিসেস ফাহমিদা শামস্ এবং গং পিতা-মোঃ নাসির জং	১৬/এ	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা	৪/০৯/২০১৯	পুরাতন ০২ তলা ভবন ভেঙ্গে বেজমেন্টসহ নতুন ৭তলা ভবন নির্মাণ
১৪।	ডাঃ জাহাঙ্গীর কবির	৬০/ডি	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা	১১/৯/২০১৯	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন-সিঁড়ির অবস্থান পরিবর্তন)
১৫।	জনাব ইমাম হোসেন গং পিতা- মরহুম আনোয়ার হোসেন	সিবি-৪৭	মৌজা-লালাসরাই	০৫/৯/২০১৯	০৭(সাত) তলা নতুন ভবন নির্মাণ

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ডিওএইচএস মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকা ও ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১৫টি প্লটে বাড়ী/ভবন নির্মাণের জন্য দাখিলকৃত নকশাগুলো ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রকৌশলী কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বিল্ডিং বাই-লজ অনুযায়ী Set back ঠিক আছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যয়ন দিয়েছেন মর্মে সভাকে জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত: ১৮.১। Land point of view-তে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রাজস্ব শাখার ছাড়পত্র সাপেক্ষে ক্রমিক নং- ৭ ও ১৩ এ বর্ণিত ২(দুই)টি প্লটে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে নতুন ০৭(সাত) তলা ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

(ক) প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে যথারীতি রাস্তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার কর্তৃক বাড়ী নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট ডেভলপারকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তালিকাভুক্তিসহ জামানতের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) প্লট মালিক নিজে বাড়ী নির্মাণ করলে তিনি এ মর্মে অঙ্গীকারনামা দিবেন যে, তাঁর প্লটে কোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন মর্মে প্রমাণিত হলে সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ তিনি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ না পেলে অনুমোদিত নকশা স্থগিতসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

১৮.২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন সাপেক্ষে ক্রমিক নং-১, ৪, ৮, ৯, ১২ ও ১৪ এ বর্ণিত ৬(ছয়)টি প্লটে ৬(ছয়)/৭(সাত) তলা আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রতিটি প্লটের সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করতে হবে।

১৮.৩। ক্রমিক নং-৩, ৫ ও ৬ এ উল্লেখিত প্লটে ৭ম তলার উপর ৮ম তলার নকশা অনুমোদনের (ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন) বিষয়ে (০৭ তলা অনুমোদিত নকশায় ০৮ তলা ফাউন্ডেশনসহ) বিল্ডিং বাইল'জ প্রকাশিত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১৮.৪। ক্রমিক নং-২, ১০ ও ১১ এ উল্লেখিত প্লটে ৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলার নকশা (ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন) এর নকশা এমআইএসটি (MIST) কর্তৃক কারিগরী ভেটিং সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমআইএসটি (MIST) কর্তৃক কারিগরী ভেটিং এর যাবতীয় ব্যয় প্লট মালিক কর্তৃক বহন করতে হবে।

১৮.৫। ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লেখিত সেনানিবাস সংলগ্ন (চ্যাপ্টার্ড এরিয়া) কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-৪৭ নং প্লটে ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনের বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের মতামত/ছাড়পত্র সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিষয়টি আবেদনকারীগণকে অবহিত করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৯: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগেঃ-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০১৬ অনুযায়ী (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	মিরপুর ডিওএইচএস এর ৩য় ধাপের রোড নং ৪৬/এ (পুরাতন) এভিনিউ-৯ (নতুন) কার্পেটিংকরণ।	৩৩,৫৫,১৫৭/-	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/বোর্ড তহবিল	
২.	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার রোড নং-০১ এর পূর্বাংশে (প্লট নং ১৩৮ হতে ১৬৪ পর্যন্ত লম্বা ৭২৩ ফুট) কার্পেটিং কাজ।	১৫,৯৪,১৮৫/-	বারিধারা ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/বোর্ড তহবিল	
৩.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পাবলিক টয়লেটের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং শাপলা চত্বরের পূর্ব পার্শ্বে ২টি রাস্তা পাকাকরণসহ ড্রেন সংস্কার কাজ।	১৪,২৯,৫০৬/-	বোর্ড তহবিল	
৪.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের মুরগী বাজারের পূর্ব পার্শ্বে খালী জায়গার উত্তর ও পূর্ব পার্শ্বে আরসিসি পাইপ ড্রেন পরিস্কারসহ ম্যানহোল উঁচুকরণ ও স্লাব নির্মাণ কাজ।	১,৯৯,১৭৩/-	নর্দমা খাত	
৫.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার রোড নং-১, লিংক রোড, ইষ্টার্ণ রোড, সেন্ট্রাল রোড এবং প্রধান সড়ক এর গর্ত মেরামতসহ কার্পেটিং ও সীলকোটকরণ।	১,৯৯,৩৫৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাস্তা-ঘাট)	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস পরিষদের ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের পত্র।
৬.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ৩০ নং রোডের ৪১৩ নং প্লটের পার্শ্বে ভেঙ্গে যাওয়া ড্রেনেজ পাইপ স্থাপন করণ।	৪৪,৩০২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস পরিষদের ০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখের পত্র।
৭.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪৮/এ নং প্লটের সম্মুখে রাস্তা সংলগ্ন ড্রেন উচুকরণ, স্লাব নির্মাণসহ ড্রেন সংলগ্ন রাস্তার কাঁচা অংশ পাকা করণ।	১,৯৯,৫০০/-	নর্দমা খাত	
৮.	শহীদ বদিউজ্জামান রোডস্থ ক্যান্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার ১/সি (২য় তলা উত্তর পার্শ্ব) মেরামত ও রং করণ কাজ।	১,৩২,৭৮৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৯.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩ নং রোডস্থ ৬/এ নং ক্যান্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার ও মেরামত কাজ।	২,৫৯,৬৪৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১০.	সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের মূল ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে সিঁড়ি সংলগ্ন গ্যারেজের উপর ২য় ও ৩য় তলায় ২টি অফিস কক্ষ এবং চতুর্থ তলায় টয়লেটসহ স্টোর রুম নির্মাণ।	২৫,৩৮,৮৭৩/-	অনুদান	সাভূক্যা অধিদপ্তরের ২১/২/২০১৯ তারিখের পত্র।
১১.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রশাসনিক শাখার জন্য ২০০০ ও রাজস্ব শাখার জন্য ৫,০০০ উন্নতমানের রঙিন ফাইল কাভার প্রস্তুত ও সরবরাহ।	২,৮০,০০০/-	বোর্ড তহবিল	
১২.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রকৌশল শাখার জন্য ২টি ও প্রশাসনিক শাখার জন্য ১টিসহ মোট ৩(তিন)টি ব্র্যান্ড ডেস্কটপ কম্পিউটার সরবরাহ।	১,৭৪,০০০/-	প্রকৌশল ও রাজস্ব শাখার নৈমিত্তিক খাত	
১৩.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার শহীদ বদিউজ্জামান রোডের (৭ নং রোডের ক্রসিং পয়েন্টে) ২টি স্পীড ব্রেকার নির্মাণ এবং আজিজ পল্লীর সামনে জেব্রা ক্রসিং স্থাপন।	৯৯,২০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাস্তা-ঘাট)	
১৪.	শহীদ জাহাঙ্গীর গেইটের পূর্ব পার্শ্বে স্বাধীনতা টাওয়ার এর সম্মুখস্থ ফুলের বেড সংলগ্ন স্থানে গ্রীল স্থাপন।	১,৯৪,৮৭০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত (মেরামত)	
১৫.	মিরপুর ডিওএইচএস এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যবহারের জন্য ৩০০টি বৈদ্যুতিক এনার্জি বাল্ব (ট্রান্সটেক/ক্লিক ৩২ ওয়াট গ্রেড টাইপ) সরবরাহ।	১,০৮,৬০০/-	বিদ্যুৎ শাখার মেরামত খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন।
১৬.	সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসের নিরাপত্তা বাতি সচল রাখার জন্য ১০০টি ৬৫ ওয়াট ও ১০০টি ৩০ ওয়াট এনার্জি সেভিং বাল্ব সরবরাহ।	১,৫৬,২০০/- (বাজার দর)	বিদ্যুৎ শাখার নৈমিত্তিক খাত	
১৭.	সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাস এলাকার প্রধান সড়কের সোডিয়াম লাইট সচল রাখার জন্য বিভিন্ন মালামাল (ইগনেটর, বাল্ব, ব্যালাস্ট) সরবরাহ।	৩,৩৪,৯১০/- (বাজার দর)	বিদ্যুৎ শাখার নৈমিত্তিক খাত	

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান নিয়ম অনুসরণ করে মূল্যানুমান প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: আলোচ্যবিষয়-১৯ এ উল্লেখিত ক্রমিক নং-৩ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৬টি প্রকল্প নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

১৯.১। ক্রমিক ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭-এ উল্লেখিত ১২(বার)টি প্রকল্পের দরপত্র আহবান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৯.২। ক্রমিক নং- ১১-এ বর্ণিত ১(এক)টি প্রকল্পের মূল্যানুমান প্রাথমিক অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনসহ ব্যয়ের অনুমোদন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

১৯.৩। ক্রমিক নং-১ ও ২ এ উল্লেখিত ২(দুই)টি প্রকল্পের মূল্যানুমান সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ভেটিং সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১৯.৪। ক্রমিক নং- ৩ এ উল্লেখিত প্রকল্পটির অপরিহার্যতা এবং ফান্ডের স্থিতি বিচারে আপাতত: স্থগিত করা হলো।

১৯.৫। ক্রমিক নং-১০ এ উল্লেখিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত নকশাসহ বিস্তারিত মূল্যানুমান আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২০: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগেঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস ২০১৬ মোতাবেক (টাকা)	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত্ত দর (টাকা)	ব্যয়ের খাত
১.	শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ চৌরাস্তার ট্রাফিক সিগন্যালে বিদ্যমান পুরাতন ৪৮টি এলইডি লাইট মডিউল পরিবর্তণ করে আনুসাংগিক মালামাল স্থাপন কাজ।	৯,১৮,০৩২.০০	আর এফ ইঞ্জিনিয়ারিং	৯,১৮০৩২.০০	বোর্ড তহবিল
২.	মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	৩,৬০,৫০০.০০	মেসার্স মাসুম ইঞ্জিনিয়ারিং	৩,৬০,১৪০.০০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
৩.	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার অনন্যা শপিং কমপ্লেক্স হতে দক্ষিণ দিকে বারিধারা গেট পর্যন্ত পূর্ব পার্শ্বে নিরাপত্তা দেয়াল উচুকরণ কাজ।	৪,৮৮,৮০৫.০০	মেসার্স একটিভ এন্টারপ্রাইজ	৪,৮৮,৮০৫.০০	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/বোর্ড তহবিল
৪.	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার অনন্যা শপিং কমপ্লেক্স হতে দক্ষিণ দিকে বারিধারা গেট পর্যন্ত বিদ্যমান ফুটপাতে পেভড্ টাইলস স্থাপন কাজ।	৫,১৫,১৭৭.০০	মেসার্স সাওয়া এন্টারপ্রাইজ	৫,১৫,১৭৭.০০	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/বোর্ড তহবিল
৫.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পিছনে মুরগী বাজার সংলগ্ন খালি জায়গায় কাদা মাটি অপসারণ কাজ।	১,১২,৫০০.০০	মেসার্স এস আই এন্টারপ্রাইজ	১,১২,৩৮৮.০০	মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খাত
৬.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার বিভিন্ন রোডে গ্লাস বিট সহকারে থার্মোপ্লাস্টিক পেইন্ট দ্বারা স্পীড ব্রেকার রংকরণ কাজ।	৪,৪২, ৬৮০.০০	মেসার্স আরএস এন্টারপ্রাইজ	৪,৪২,২৩৭.০০	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/বোর্ড তহবিল
৭.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ১৯ নং রোডের ড্রেনের স্লাব মেরামতসহ পরিস্কারকরণ এবং ১৯ নং রোডের দক্ষিন পার্শ্ব হতে ১৮ নং রোডের ২৫৫/এ নং প্লটের গেইট পর্যন্ত ড্রেন পরিস্কারকরণ, উচুকরণ ও স্লাব নির্মাণ।	২,৬৩,২৯৭.০০	মেসার্স দরবার শরীফ এন্টারপ্রাইজ	২,৬৩,০৩৩.০০	নর্দমা খাত
৮.	শহীদ বদিউজ্জামান রোডস্থ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার নং ১/সি বিল্ডিং এর ছাদে পিসিসি ঢালাইকরণ।	২,৩৩,২৩৪.০০	মেসার্স নয়ন এন্টারপ্রাইজ	২,৩৩,১১৭.০০	ঘড়বাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত

৯.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে ল্যাবরেটরী রি-এজেন্ট সরবরাহ।	৩,০৩,৬৭৬.০০	মেসার্স মনির এন্ড কোং	৩,০৩,৬৭৬.০০	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
১০.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে স্টেশনারী মালামাল সরবরাহ প্রসংগে।	৫,১৬,৬৬০.০০	মেসার্স মনির এন্ড কোং	৫,১৬,৬৬০.০০	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
১১.	মুসলিম মডার্ন একাডেমি হতে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় পানির সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ৭৫ মি:মি: ডায়া পানির লাইন ওয়াশকরণ।	১,৮৬,৭০৯.০০	মেসার্স হাবিব এন্ড সন্স কোং	১,৮৬,৬১৫.০০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
১২.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বে সামরিক লেনে রেলিং এর উচ্চতা ১ ফুট বৃদ্ধিকরণসহ সিএসডি টেস শপ পর্যন্ত ও গাড়ী পার্কিং (হার্ডস্ট্যান্ড) এর পশ্চিমে জিআই পাইপের রেলিং নির্মাণ।	৩,২৭,৯৭৬.০০	মেসার্স এসআই এন্টারপ্রাইজ	৩,২৭,৩২০.০০	বোর্ড তহবিল
১৩.	ঢাকা সেনানিবাসের প্রধান সড়কে নিরাপত্তাসহ সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে বিভিন্ন মালামাল সরবরাহকরণ।	১,৫১,৪৫০.০০	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ মনিপুরী পাড়া	১,৫১,০০০.০০	বোর্ড তহবিল
১৪.	ঢাকা সেনানিবাসে যানবাহন শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্টেশনারী মালামাল সরবরাহকরণ।	৩,৪২,০৬০.০০	মেসার্স সেঞ্চুরী ইন্টারন্যাশনাল	৩,৪০,০৬০.০০	বোর্ড তহবিল
১৫.	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ৫টি বাস (বিআরটিসি হতে প্রদত্ত) রাখার জন্য হার্ডস্ট্যান্ড নির্মাণ কাজ।	১১,২৩,৬২৬.০০	মেসার্স সাওয়া এন্টারপ্রাইজ	১১,৬৮,৫৭১.০০	বোর্ড তহবিল
১৬.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০৪ নং রোডের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাসা নং-১০০ (২য়তলা) মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৮০,৮৫০.০০	মেসার্স তাহের এন্টারপ্রাইজ	৮০,৭৬৯.০০	পরিত্যক্ত সম্পত্তির খাত
১৭.	মিরপুর ডিওএইচএস এর ৩য় ধাপের পূর্ব দিকের পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য পাইপ ড্রেনের (আউট-লেট) নির্মাণ কাজ।	৫৮,৩৭,০০০.০০	এ আই ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	৫৮,২৬,৩০২.০০	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/বোর্ড তহবিল
১৮.	মিরপুর ডিওএইচএস এর ৩য় ধাপের ৯ নং মেইন রোডে স্পীড ব্রেকার নির্মাণ।	২,১৩,৪৪৭.০০	মেসার্স হাবিব এন্ড সন্স কোং	২,১৩,৩৪০.০০	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/বোর্ড তহবিল
১৯.	মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ফায়ার ফাইটিং এর বর্ধিত কাজ।	৪৫,০৮,১৪০.০০	রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	৪৪,৯১,০০০.০০	শপিং কমপ্লেক্সের সালামী
২০.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কঞ্জারভেন্সী শাখার জন্য চেয়ার টেবিল সরবরাহ।	৭৫,০০০/-	মেসার্স সেঞ্চুরী ইন্টারন্যাশনাল	৭৪,৯০০/-	বোর্ড তহবিল
২১.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন রাস্তার পার্শ্বে নির্দেশনামূলক ৫০টি সাইনবোর্ডে রিফ্লেক্টিং স্টীকার পুন:স্থাপন কাজ।	৪২,৩৭৫/-	মেসার্স সেঞ্চুরী ইন্টারন্যাশনাল	৪২,২৭৫/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত (মেরামত)
২২.	মিরপুর ডিওএইচএস এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যবহারের জন্য ৩০০টি বৈদ্যুতিক এনার্জি বাল্ব (ট্রান্সটেক/ক্লিক ৩২ ওয়াট থ্রেড টাইপ) সরবরাহ।	১,০৮,৬০০/-	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ	১,০৮,৪৫০/-	বিদ্যুৎ শাখার মেরামত খাত

আলোচনা: আলোচ্য বিষয়-২০ এ বর্ণিত ছকে প্রকল্পগুলোর মূল্যানুমান বোর্ডসভা এবং সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। গ্যারিসন ডিউটি অফিসার (জিডিও)'র উপস্থিতিতে টেন্ডার ওপেনিং কমিটির সম্মুখে দরপত্র বাক্স খোলা হয় এবং টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: আলোচ্যবিষয়-২০ এর ২২(বাইশ)টি প্রকল্পের দর নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

২০.১। ক্রমিক নং- ২, ৫, ৭, ৮, ১১, ২১ ও ২২ এ উল্লেখিত ৭(সাত)টি প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২০.২। ক্রমিক নং-১, ৩, ৪, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ এ উল্লেখিত ১৪(চৌদ্দ)টি প্রকল্পের দর অনুমোদন, ব্যয়ের অনুমোদন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২০.৩। ক্রমিক নং-১৬ এ উল্লেখিত প্রকল্পটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২১: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের পশ্চিম পার্শ্বে [রোড নং-৪৮ (লিংক)] আরসিসি রোড নির্মাণ কাজের জন্য সিএমইএস (আর্মি) ঢাকা কর্তৃক ভেটিংকৃত ২০,৬৪,০১৭/- (বিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার সতের) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের পশ্চিম পার্শ্বে [রোড নং-৪৮ (লিংক)] আরসিসি রোড নির্মাণ কাজের জন্য এমইএস সিডিউল অব রেইটস্ ২০১৬ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ২১,০৩,৫৭৪/- (একুশ লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর) টাকার মূল্যানুমান ২০ জুন ২০১৯ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-২৪(৯) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাসের ভেটিং সাপেক্ষে পরবর্তী বোর্ডসভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক উক্ত কাজের জন্য ২০,৬৪,০১৭/- (বিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার সতের) টাকার মূল্যানুমান ভেটিং করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের পশ্চিম পার্শ্বে [রোড নং-৪৮ (লিংক)] আরসিসি রোড নির্মাণ কাজের জন্য সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ভেটিংকৃত ২০,৬৪,০১৭/- (বিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার সতের) টাকার মূল্যানুমান প্রাথমিক অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২২: বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৩২১/১ নং প্লটে ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণের সময়সীমা জুলাই ২০২১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করার বিষয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোখলেছুর রহমান (অবঃ) এর ২৯ জুলাই ২০১৯ তারিখের আবেদনপত্র প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৩২১/১ নং প্লটে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখের ঢাক্যাবো/জেনারেল/প্লট নং-৩২১/১/জোয়ারসাহারা/ডিওএইচএস/১৫ নং পত্রের মাধ্যমে ০৬(ছয়) তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে ০৪(চার) তলা পর্যন্ত বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। অনুমোদিত নকশা মোতাবেক ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণের সময়সীমা জুলাই ২০২১ সাল পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ মোখলেছুর রহমান (অবঃ) এর ২৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: সেনানিবাস ইমারত নির্মাণ উপ-আইন যথাযথভাবে অনুসরণ সাপেক্ষে বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৩২১/১ নং প্লটে ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৩: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ২য় তলার কমার্শিয়াল স্পেস (১৭৪৭ ব: ফু:) এবং ওপেন স্পেসে (৭৫০০ ব: ফু:) 'ওয়ান্ডারল্যান্ড' কর্তৃক এ্যামিউজমেন্ট পার্ক স্থাপনের নিমিত্তে ওয়ান্ডারল্যান্ড কর্তৃপক্ষের সাথে ভাড়া চুক্তি ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, 'ওয়ান্ডারল্যান্ড' কোম্পানী কর্তৃক ১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখের ৬১২/৩/ডিওএইচএস শপিং/ওয়ান্ডারল্যান্ড নং পত্রের মাধ্যমে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ২য় তলার (1[ST] Floor) কমার্শিয়াল স্পেস (১৭৪৭ বর্গফুট) ও ২য় তলার বহিরাংশের খোলা ছাদের (৭,৫০০ বর্গফুট) ভাড়ার বিনিময়ে পার্ক স্থাপনের Financial Offer অত্র দপ্তরে দাখিল করা হয়। উল্লেখ্য, গত ২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে সেনাসদরে অনুষ্ঠিত সভায় 'ওয়ান্ডারল্যান্ড' কোম্পানী কর্তৃক পার্ক স্থাপনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে 'ওয়ান্ডারল্যান্ড' কোম্পানী এর সাথে ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের নিমিত্তে প্রস্তুতকৃত খসড়া চুক্তিপত্র ০৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ওয়ান্ডারল্যান্ড কোম্পানীর সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, উক্ত স্থানে ওয়ান্ডারল্যান্ড কোম্পানী কর্তৃক Amusement পার্ক স্থাপনের বিষয়ে অনুমোদনসহ খসড়া চুক্তিপত্র ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ১ম তলার কমার্শিয়াল স্পেস (১৭৪৭ ব: ফু:) এবং ওপেন স্পেস (৭৫০০ব:ফু:) 'ওয়ান্ডারল্যান্ড' কর্তৃক এ্যামিউজমেন্ট পার্ক স্থাপনের নিমিত্তে 'ওয়ান্ডারল্যান্ড' কর্তৃপক্ষের সাথে ভাড়া চুক্তি ঘটনোত্তর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৪: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে ০২(দুই)টি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তকরণ প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত ২(দুই)টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আবেদন করেছেন। আবেদনের সাথে ভ্যাট সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও অঙ্গীকারনামাসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি জমা করেছেন। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে :-

ক্র/নং	প্রতিষ্ঠান ও স্বত্বাধিকারী নাম	ঠিকানা
১।	ফ্রাঙ্কলিন ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব নাজমুল ইসলাম	৫৫৩, পশ্চিম নাখালপাড়া, শাহীনবাগ, তেজগাঁও, ঢাকা।
২।	মেসার্স কাজী সুইটি কর্পোরেশন প্রোঃ জনাব কাজী সাইদুর রহমান	৩২,উত্তর কাফরুল, থানা-কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

সিদ্ধান্ত: ফ্রাঙ্কলিন ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এবং মেসার্স কাজী সুইটি কর্পোরেশন-কে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৫: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) সিনিয়র স্টাফ নার্স-০২টি, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব)-০১টি, ওয়ার্ড বয়-০১টি এবং ধুপী-০১টি পদে নিয়োগের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ০৫/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের এসকেএমসিবিজিএইচ/১৮৩ নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত হাসপাতালে নিম্নোক্ত প্রার্থীদেরকে তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লেখিত পদ, মাসিক নির্ধারিত বেতন ও তারিখ হতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) সুপারিশ করেনঃ-

ক্র/নং	প্রার্থীর নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	পদের নাম	সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন	নিয়োগের তারিখ
১.	বেগম নাজনীন আকতারী পিতা-মোঃ নাজমুল আলী মন্ডল গ্রাম-সুলতানপুর, পোঃ পানসীপাড়া, থানা-বাঘা জেলা-রাজশাহী।	সিনিয়র স্টাফ নার্স	১৫,০০০/-	০৪/০৮/২০১৯
২.	জনাব তানবীর হোসেন পিতা-মোঃ খবির হাওলাদার গ্রাম-বদরপাশা, পোঃ ও থানা-রাজৈর, জেলা-মাদারীপুর।	সিনিয়র স্টাফ নার্স	১৫,০০০/-	০৪/০৮/২০১৯
৩.	জনাব তারিকুল ইসলাম পিতা- রুস্তম আলী গ্রাম-কলকীহারা পূর্ব, পোঃ জববারগঞ্জ, থানা-বকশিগঞ্জ, জেলা-জামালপুর।	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব)	১২,০০০/-	০৪/০৮/২০১৯
৪.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম পিতা-হাসান আলী গ্রাম-নয়নপুর, পোঃ- রানী শংকৈইল, থানা-রানী শংকৈইল, জেলা-ঠাকুরগাঁও।	ওয়ার্ড বয়	১২,০০০/-	০৫/০৮/২০১৯
৫.	জনাব মোঃ লোকমান হোসেন নিরব পিতা-মোঃ দুলাল মিয়া গ্রাম-দক্ষিণ কয়রাটি, পোঃ আওঠারগাতী, থানা-নান্দাইল জেলা-ময়মনসিংহ।	ধোপা	১২,০০০/-	০৩/০৮/২০১৯

হাসপাতালের জরুরী সেবার বিষয়টি বিবেচনা করে শূন্য পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে উপরোক্ত পদসমূহে স্থায়ীভাবে জনবল নিয়োগ না হওয়া সময় পর্যন্ত সুপারিশকৃত প্রার্থীদের নিয়োগের নিমিত্ত মিনিটশীটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বরাবর উপস্থাপন করা হলে ২০/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত নিয়োগের ঘটনোত্তর/ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে ০২(দুই) জন সিনিয়র স্টাফ নার্স, ০১(এক) জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব), ০১(এক) জন ওয়ার্ড বয় এবং ০১(এক) জন ধুপীর শূন্য পদে স্থায়ীভাবে জনবলনিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) নিয়োগের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদান করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৬: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর শূন্য পদে নিয়োগ প্রসংগে।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ০৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের এসকেএমসিবিজিএইচ/২০৬ ও ২০৯ নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত হাসপাতালে নিম্নোক্ত প্রার্থীদ্বয়-কে নামের পার্শ্বে উল্লেখিত পদ, মাসিক নির্ধারিত বেতন ও তারিখ হতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) সুপারিশ করেনঃ-

ক্র/ নং	প্রার্থীর নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	পদের নাম	সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন	নিয়োগের তারিখ	মন্তব্য
১.	জনাব ফাহমিদা আক্তার তান্নি পিতা-এসকে ফিরোজুল হক গ্রাম ও পোঃ-দরগাপুর, থানা-আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা।	সিনিয়র স্টাফ নার্স	১৫,০০০/- (পনের হাজার)	০৭/০৯/২০১৯	উক্ত পদের কর্মচারী ০১/০৯/১৯ হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করায়
২.	জনাব আমেনা ইসলাম পিতা-মৃত এবিএম আমিনুল ইসলাম ক/১৬৯/ডি, জোয়ারসাহারা, ঢাকা।	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১২,০০০/- (বার হাজার)	০১/০৯/২০১৯	উক্ত পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ হওয়ায়

হাসপাতালের জরুরী সেবার বিষয়টি বিবেচনা করে শূন্য পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে উপরোক্ত পদে স্থায়ীভাবে জনবল নিয়োগ না হওয়া সময় পর্যন্ত সুপারিশকৃত প্রার্থী-কে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত ব্যয় হাসপাতালের বেতন ভাতা খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

সিদ্ধান্ত: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) ০১(এক) জন সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং ০১(এক) জন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর শূন্য পদে স্থায়ীভাবে জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৭: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত রেকর্ড কীপার মোসাঃ নিশিতা পারভীন-কে সিনিয়র স্টাফ নার্স এর শূন্য পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রসংগে।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ০৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের এসকেএমসিবিজিএইচ/২০৭ নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত হাসপাতালে রেকর্ড কীপার পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) কর্মরত মোসাঃ নিশিতা পারভীন- এর আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট হতে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল কোর্স সম্পন্ন/সার্টিফিকেট থাকায় তাকে পূর্বের রেকর্ড কীপার পদে নিয়োগ বাতিল করে সিনিয়র স্টাফ নার্স এর শূন্য পদে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) স্থায়ীপদে লোক নিয়োগ না হওয়া সময় পর্যন্ত মাসিক নির্ধারিত ১৫,০০০/- (পঁনের হাজার) টাকা বেতনে নিয়োগের জন্য হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) সুপারিশ করেন। পরিবর্তিত পদ ও বেতনে নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত রেকর্ড কীপার মোসাঃ নিশিতা পারভীন এর আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট হতে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল কোর্স সম্পন্ন/সার্টিফিকেট থাকায় পূর্বের রেকর্ড কীপার পদে নিয়োগ বাতিল করে সিনিয়র স্টাফ নার্স এর শূন্য পদে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) স্থায়ীপদে লোক নিয়োগ না হওয়া সময় পর্যন্ত মাসিক নির্ধারিত ১৫,০০০/- (পঁনের হাজার) টাকা বেতনে নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৮: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে শূন্য পদের বিপরীতে ০৩ (তিন) জন খন্ডকালীন জুনিয়র শিক্ষক নিয়োগ প্রসংগে।

আলোচনা: শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যানিকেতন, মানিকদী এবং মুসলিম মডার্ন একাডেমির প্রধান শিক্ষকগণ নিম্নবর্ণিত প্রার্থীদেরকে জুনিয়র শিক্ষকের শূন্য পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (খন্ডকালীন) নিয়োগের জন্য স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির সুপারিশসহ প্রেরণ করেছেন :-

ক্র/নং	নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের নাম	পদ	নির্ধারিত বেতন
১.	জনাব রমা আদিত্য পিতা-জয়দেব আদিত্য মাতা-অনন্তা চন্দ্র কর্মকার গ্রাম-সূতী পলাশ, ডাকঘর- সূতী উপজেলা-গোপালপুর, জেলা- টাঙ্গাইল।	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল, ঢাকা সেনানিবাস।	জুনিয়র শিক্ষক	১২,০০০/-(বার হাজার)
২.	জনাব নাজমুন নাহার পিতা-মোঃ মুসলিম আলী মাতা-লাইলুন নাহার, ২৩৪/৩, পশ্চিম মানিকদী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যানিকেতন, মানিকদী, ঢাকা সেনানিবাস।	জুনিয়র শিক্ষক	১২,০০০/-(বার হাজার)

৩.	জনাব রোমানা আফরোজ পিতা-এস কে মোতালেব হোসাইন হাউজ নং-১০, ব্লক-এ, বনশ্রী প্রজেক্ট, রামপুরা, ঢাকা।	মুসলিম মডার্ন একাডেমি, ঢাকা সেনানিবাস।	জুনিয়র শিক্ষক	১২,০০০/-(বার হাজার)

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পাঠদান নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বিবেচনা করে উপরিউক্ত প্রার্থীদেরকে স্থায়ীপদে লোক নিয়োগ না হওয়া সময় পর্যন্ত শূন্য পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে জুনিয়র শিক্ষক (খন্ডকালীন) পদে নিয়োগ করা প্রয়োজন। উক্ত ব্যয় স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের বেতন ভাতা খাত হতে নির্বাহ/সংকুলান করা হবে।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে শূন্য পদে জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) জন খন্ডকালীন জুনিয়র শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হলোঃ-

ক্র/নং	নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের নাম	পদ	নির্ধারিত বেতন
১.	জনাব রমা আদিত্য পিতা-জয়দেব আদিত্য	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল	জুনিয়র শিক্ষক	১২,০০০/-(বার হাজার)
২.	জনাব নাজমুন নাহার পিতা-মোঃ মুসলিম আলী	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যানিকেতন	জুনিয়র শিক্ষক	১২,০০০/-(বার হাজার)
৩.	জনাব রোমানা আফরোজ পিতা-এস কে মোতালেব হোসাইন	মুসলিম মডার্ন একাডেমি	জুনিয়র শিক্ষক	১২,০০০/-(বার হাজার)

আলোচ্যবিষয়-২৯: বানৌজা শেখ মুজিব, নামাপাড়া, খিলক্ষেত এর সার্বিক ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ-অপসারণ কাজের জন্য ০১(এক) টি ০৩(তিন) টনি ট্রাক ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: বানৌজা শেখ মুজিব, নামাপাড়া, খিলক্ষেত এর জন্য ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে ০১(এক)টি ০৩(তিন) টনি ট্রাক ক্রয়ের অনুমোদন পাওয়া যায়। চুক্তিপত্রে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ঘাঁটির সার্বিক ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ-অপসারণ কাজের জন্য ০১(এক)টি ০৩(তিন) টনি নতুন ট্রাক (TATA-LPK-১২১২/ACER HYDROLIC) ক্রয়ের নিমিত্ত ৩২,০০,০০০/-(বত্রিশ লক্ষ) টাকা ব্যয় হবে। উল্লেখ্য উক্ত ব্যয় বানৌজা শেখ মুজিব, নামাপাড়া, খিলক্ষেত এর কঞ্জারভেন্সী চুক্তিপত্র মোতাবেক সংকুলান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বা নৌ জা শেখ মুজিব এর কঞ্জারভেন্সী সার্ভিস প্রদানের জন্য ০১(এক)টি ০৩(তিন) টনি নতুন ট্রাক (TATA-LPK-১২১২/ACER HYDROLIC) ক্রয়ের নিমিত্ত ৩২,০০,০০০/-(বত্রিশ লক্ষ) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বা নৌ জা শেখ মুজিব এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে গৃহীত অর্থ হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩০: ঢাকা সেনানিবাস এলাকার বিভিন্ন স্থানে রোপনের জন্য বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রজাতির হাইব্রীড জাতের গাছের কলম, ড্রাম ও ভিটিমাটি ক্রয়ের জন্য ১,৫৭,৭৫৫/-(এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত পঞ্চান্ন) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাস এলাকার বিভিন্ন স্থানে রোপনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রজাতির হাইব্রীড জাতের গাছের কলম, হাফড্রাম ও ভিটিমাটি ক্রয়ের জন্য ১,৫৭,৭৫৫/-(এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত পঞ্চান্ন) টাকা ব্যয় হবেঃ-

ক্র/নং	চারার নাম	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	থাই সবেদার কলম	০২টি	৩৩৮০.০০	৬৭৬০.০০
২.	থাই পেয়ারা কলম	০২টি	৩৩৮০.০০	৬৭৬০.০০
৩.	থাই সরিফা কলম	০২টি	৫০৭০.০০	১০১৪০.০০
৪.	জামরুল কলম	০১টি	৩৩৮০.০০	৩৩৮০.০০
৫.	থাই জাম্বুরা কলম	০১টি	৩৩৮০.০০	৩৩৮০.০০
৬.	থাই মাল্টা কলম	০১টি	৩৩৮০.০০	৩৩৮০.০০
৭.	থাই নাসপাতি কলম	০১টি	৩৩৮০.০০	৩৩৮০.০০
৮.	চায়না-৩ লিচু কলম	০১টি	২৫৩৫.০০	২৫৩৫.০০
৯.	কালোজাম কলম	০২টি	৩৩৮০.০০	৬৭৬০.০০
১০.	এভোকাডা কলম	০২টি	৮৪৫০.০০	১৬৯০০.০০
১১.	কদবেল কলম	০১টি	২৬০০.০০	২৬০০.০০
১২.	কুলবড়ই কলম	০৩টি	২৫৩৫.০০	৭৬০৫.০০

১৩.	আনার কলম	০১টি	২৫৩৫.০০	২৫৩৫.০০
১৪.	লটকন কলম	০১টি	২৫৩৫.০০	২৫৩৫.০০
১৫.	চেরীফল কলম	০১টি	৩৩৮০.০০	৩৩৮০.০০
১৬.	কাচামিঠা আমগাছ	০৩টি	৩৩৮০.০০	১০১৪০.০০
১৭.	আতাফল গাছের কলম	০১টি	৩৩৮০.০০	৩৩৮০.০০
১৮.	কাগজী লেবু কলম	০১টি	৩৩৮০.০০	৩৩৮০.০০
১৯.	বারমাসি আমের কলম	০৩টি	৪২২৫.০০	১২৬৭৫.০০
২০.	রামভুটান	০২টি	৬৭৬০.০০	১৩৫২০.০০
২১.	হাফড্রাম	১৫টি	১৪৮২.০০	২২২৩০.০০
২২.	ভিটিমাটি	০১ ট্রাক	১০৪০০.০০	১০৪০০.০০
			মোট=	১,৫৭,৭৫৫.০০

সিদ্ধান্ত: ঢাকা সেনানিবাস এলাকার বিভিন্ন স্থানে রোপনের জন্য বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রজাতির হাইব্রীড জাতের গাছের কলম, ড্রাম ও ভিটিমাটি ক্রয়ের জন্য ১,৫৭,৭৫৫/-(এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত পঞ্চান্ন) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩১: ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জামাদি ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৮০,০০০/-(এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: শহীদ সরণি, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা এবং কঞ্জারভেন্সী ট্রাক ও ভ্যানগাড়ীর মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য নিম্নবর্ণিত মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৮০,০০০/-(এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয় হবেঃ-

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	ঝাড়ু শলা	৫০০ কেজি	১০৫.০০	৫২,০০০.০০
২.	ফুলঝাড়ু	১০০টি	১৪০.০০	১৪,০০০.০০
৩.	টুকরী (বড়)	৪০০টি	২৪০.০০	৯৬,০০০.০০
৪.	মাঝাড়ী টুকরী	১০০টি	১৮০.০০	১৮,০০০.০০
			মোট=	১,৮০,০০০.০০

সিদ্ধান্ত: ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজের নিমিত্তি ০৬(ছয়) মাসে প্রয়োজনীয় ঝাড়ুশলা, ফুলঝাড়ু, টুকরী (বড়) ও টুকরী (মাঝারি) ক্রয়ের নিমিত্ত ৯০,০০০/-(নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত মালামাল ব্যবহারের পর পুনরায় পরবর্তী ০৬(ছয়) মাসের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করতে হবে। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩২: এআইটিএসও, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে প্রদত্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের বিল মাসিক ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকার সংগে সরকারী বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর সংযুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: এআইটিএসও, ঢাকা সেনানিবাসের ০৭ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০৬০.০১.১১৯.০১.০৭.১০.১৮ নং পত্রের মাধ্যমে মাসিক ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ৫ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের প্রস্তাব প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২৯ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৫৪ এর মাধ্যমে এআইটিএসও, ঢাকা সেনানিবাসের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও এআইটিএস, ঢাকা সেনানিবাসের মধ্যে এ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে তাদের দাখিলকৃত বিল হতে ৫% ভ্যাট ও ২% আয়কর কর্তন করা হলে তারা এ বিষয়ে আপত্তি জানান এবং জুলাই, ২০১৯ মাসের বিল ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকার সাথে ৭% অতিরিক্ত যোগ করে বিল দাখিল করেন। এমতাবস্থায়, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিল বাবদ সম্পাদিত চুক্তিপত্রে উল্লেখিত বিল ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকার সাথে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ৭% অতিরিক্ত বিল পরিশোধের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: এআইটিএসও, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে প্রদত্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাসিক বিল ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকার সংগে সরকারী বিধি মোতাবেক ৫% ভ্যাট বাবদ ৩৭৫/- (তিনশত পঁচাত্তর) টাকা ও ২% আয়কর বাবদ ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ৭,৫০০/- + ৩৭৫/- + ১৫০/- = ৮,০২৫/- (আট হাজার পঁচিশ) টাকা পরিশোধের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩৩: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস ক্যান্টিন ইজারার মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিস ক্যান্টিন ০১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত (রমজান মাস ব্যতিত) ৩৩(তেত্রিশ) মাসের জন্য স্থানীয়ভাবে দরপত্র আহবান করা হলে জনাব মোঃ জুলহাস হোসেন কর্তৃক দৈনিক ১০,৬০০/-(দশ হাজার ছয়শত) টাকা ভাড়ায় সর্বোচ্চ ডাককারী হিসেবে বিবেচিত হয়। উক্ত দরটি ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার-২৮ নং আলোচ্যবিষয়ে অনুমোদিত হয় এবং জনাব মোঃ জুলহাস হোসেন-কে ভাড়া প্রদান করা হয় । উক্ত ক্যান্টিনের মেয়াদ থাকাকালীন জনাব মোঃ জুলহাস হোসেন ওমরা হজ্ব পালন করতে সৌদি আরবে রোড দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। উক্ত ক্যান্টিন ভাড়ার মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে শেষ হবে। মরহুম মোঃ জুলহাস হোসেন এর স্ত্রী নাজমিন আক্তার মালা ক্যান্টিন ভাড়ার মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করার জন্য ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায় তাঁর আবেদনপত্রের বিষয়টি সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস ক্যান্টিনটি মাসিক ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা ভাড়ায় ০১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংযুক্তঃ পরিশিষ্ট-'ক'

১৩০৯০৮

(মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া)
সেক্রেটারি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
ক্যানটনমেনট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
ফোনঃ ৯৮৩৫৫৬৫, ই-মেইল : ceocbd@gmail.com

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক
এসজিপি, বিজিবিএম, পিএসসি)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

(১)	ক্যাপ্টেন এম সাইফুর রহমান, (ট্যাজ), বিএসপি, বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন অধিনায়ক, বিএনএস হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(২)	গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ আসাদুল করিম, এএফডব্লিউসি, এসিএসসি, পিএসসি অধিনায়ক, বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৩)	কর্ণেল এস এম মোয়াজ্জেম হোসেন, এসইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৪)	লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, পিএসসি, ই বেংগল সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৫)	মেজর মইনুল ইসলাম প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৬)	মেজর শিউলি আক্তার, পিএসসি, অর্ড: প্রতিনিধি, সিএমটিডি, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৭)	কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক বাসা#৪৪৯/২, রোড#৮ (পশ্চিম), ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৮)	জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ বাড়ী#১৯, রোড#৩, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	উপস্থিত
(৯)	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	অনুপস্থিত
(১০)	ক্যাপ্টেন খন্দকার ফজলে রাবিব মীম, আর্টিলারী লজিস্টিকস্ এরিয়া এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাস ও সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	অনুপস্থিত